কালের কণ্ঠ

3 OCT 2017

সংযুক্তি নিয়ে ঢাকায় রয়েছেন হাজারো শিক্ষক

সংযুক্তি বাতিল চেয়ে দুদকের চিঠি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

বিভিন্ন সরকারি স্কুল-কলেজে সংযুক্ত থাকা শিক্ষকদের সংযুক্তি বাতিল চান দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ। সম্প্রতি তিনি মন্ত্রিপরিষদসচিবকে এ বিষয়ে একটি চিঠি লিখেছেন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে সেই চিঠি শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। দুদকের চিঠিতে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তর, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

দুদক চেয়ারম্যান ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে এরই মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে মাউশি অধিদপ্তরের মহাপরিচালককেও একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে। এতে অবিলম্বে সংযুক্তি বাতিল করে শিক্ষকদের মূল পদায়নকৃত কর্মস্থল বা শিক্ষক স্বল্পতা রয়েছে—এমন প্রতিষ্ঠানে পদায়নের জন্য বলা হয়েছে। গত ২৫ সেপ্টেম্বর পাঠানো ওই চিঠিতে মন্ত্রণালয়ের উপসচিব আবু আলী মো. সাজ্জাদ হোসেনের স্বাক্ষর রয়েছে।

জানা যায়, বর্তমানে এক হাজারেরও বেশি শিক্ষক সংযুক্তি নিয়ে রাজধানীসহ বিভাগীয় শহরগুলোর কলেজে চাকরি করছেন। সাধারণত বিসিএস ক্যাডারভুক্ত কলেজশিক্ষকরা মফস্বল বা দূরের কলেজে পদায়ন পেলে তাঁরা নানা চেষ্টা-তদবির করে রাজধানীর কলেজে সংযুক্ত হন। ফলে চাকরি দূরের কলেজে হলেও তাঁরা ঠিকই পছন্দের জায়গায় থেকে চাকরি করে যাচ্ছেন। এই সংযুক্তির পেছনে বড় অঙ্কের টাকাও লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া এমন সংযুক্তির ফলে মফস্বলের কলেজগুলোতে শিক্ষক সংকট চরম আকার ধারণ করেছে। সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা চলমান।

দুদক চেয়ারম্যানের চিঠিতে বলা হয়েছে, সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা পছন্দের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সংযুক্তি আদেশের মাধ্যমে কর্মরত থাকায় মাঠপর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে, যা গণশুনানিতে উঠে এসেছে। এতে প্রকারান্তরে দুর্নীতিকে প্রশয় দিচ্ছে। মাঠপর্যায়ের শিক্ষকের স্বল্পতা থাকায় ওই সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা নিয়মিতভাবে মানসম্মত শিক্ষালাভ করতে পারছে না। এ ছাড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক স্বল্পতার কারণে তাদের কোচিং, নোট বই ইত্যাদির ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে, যা কাম্য নয়।

মাউশি অধিদপ্তর সূত্র জানায়, সম্প্রতি প্রায় ২০০ শিক্ষক সহযোগী অধ্যাপক থেকে অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পেয়েছেন। দূরের কলেজে পদায়ন হওয়ায় তাঁদের অনেকেই সংযুক্তি নিয়ে রাজধানীর বিভিন্ন কলেজে চাকরি করছেন।

নাম প্রকাশ না করে মাউশি অধিদপ্তরের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা কালের কণ্ঠকে বলেন, 'শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতনরাই সংযুক্তি প্রদানের জন্য চাপ দেন। আবার তাঁরাই বাতিল করার চিঠি দেন। দেখা যায়, বড় বড় মন্ত্রী-এমপি বা সচিবের তদবির নিয়ে শিক্ষকরা রাজধানীতে সংযুক্তি নেন। এখন মন্ত্রণালয় যদি সরাসরি সংযুক্তির বিধান বাতিল করে দেয় তাহলেই সমস্যা মিটে যায়।'